দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 07 2002

ছাত্রলীগ নেতার পর্ণো ভিডিও নিয়ে ঢাকা ভার্সিটির হলে হলে চাঞ্চল্য

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ সুমন-পিন্টুর চাঞ্চল্যকর পর্ণো ভিডিও সিডি তৈরীর ঘটনার পর এ ধরনের আরেকটি ঘটনা উদঘটিত হয়েছে। এবারের নতুন সিডি বাজারে এসেছে 'পাঞ্জাবী বাংলা' নামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের ছাত্রলীগ নেতা এ ঘটনার মূল নায়ক। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার নায়ক রোকন নামে ঐ ছাত্রলীগ নেতা নিজেই এক তরুণীকে ট্র্যাপে ফেলে তার সাথে অবৈধ সম্পর্কের নগ্ন দৃশ্য

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটির হলে হলে চাঞ্চল্য

৮-এর পৃষ্ঠার পর

সিডিতে ধারণ করে। মেয়েটির অজান্তেই লুকিয়ে রাখা ভিডিও ক্যামেরাতে মেয়েটির সাথে তার এই দৈহিক সম্পর্কের অশ্লীল দৃশ্য ধারণ করা হয়। একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সিডিটি পেয়ে ব্লু-ফিল্ম হিসেবে তা বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছে। কোথাও কোথাও সিডিটি বাজারজাত হয়েছে 'ঈদের দিন বাংলা' নামে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে এর নতুন নাম হয়েছে 'রোকন ডট কম'। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে ছড়িয়ে পড়েছে নানা মুখরোচক কাহিনী। সিডির নায়ক রোকন গত কয়েক দিন যাবৎ গা-ঢাকা দিয়েছে। তার পুরো নাম মোঃ রুকুনুজ্জামান খান ওরফে রোকন। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরপাড়ার একটি হলের ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক। সে মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র।

যেভাবে বাজারে এলো 'পাঞ্জাবী বাংলা'

ছাত্রলীগ নেতা রোকন যে কক্ষে মেয়েটির সাথে তার দৈহিক সম্পর্কের দৃশ্য ধারণ করে সে কক্ষের বিছানায় গত বছরের ভালোবাসা দিবসের একটি ম্যাগাজিন ছিল। এ থেকে অনেকের ধারণা, ঘটনাটি ঘটেছে গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রোকনের সিডিটি বাজারে আসে গত পাঁচ মাস আগে। ঘটনার শুরুতে রোকন পাঞ্জাবী পরিহিত ছিল। যার কারণে সিডিটি বাজারে আসে 'পাঞ্জাবী বাংলা' নামে। ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য এই প্রতিবেদক ধানমন্ডির একটি অভিজাত বিপণি কেন্দ্রে একটি সিডির দোকানে ক্রেতা সেজে তা' কিনতে গেলে এর উৎস সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। সিডি ব্যবসায়ী জানান, গত পাঁচ মাস আগে তানভীর নামে রোকনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদেরকে সিডির একটি কপি দিয়ে যান। ঐ বন্ধু তাদের দোকান থেকে নিয়মিত সিডি ভাড়া নিতেন। রোকনের বন্ধু তানভীর সিডির কপিটি দিয়ে তা' ভাড়া দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু বাজারে এ ধরনের সিডির অনেক চাহিদা থাকায় সিডি বিক্রেতা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এটি বাজারজাত করেন। জানা গেছে, মূল ভিডিও সিডি ছিল ১০৪ মিনিটের। এডিট করে ৬৯ মিনিটে এনে সিডি বাজারে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এই প্রতিবেদক পাঞ্জাবী বাংলা কিনতে চাইলে সিডি ব্যবসায়ী প্রথমে বিক্রি করতে রাজী হননি। অনেক অনুরোধের পর তিনি রাজী হন। ক্যামেরার লেন্স দেখে একবার জিজ্ঞেস করে, ওটা কী? সে সন্দেহ করে গোপন ক্যামেরা কিনা। রোকন তখন কসম খেয়ে ক্যামেরা বিষয়টি অস্বীকার করে।

কে এই রোকন

ছাত্রলীগ নেতা রোকন ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে ভর্তি হয়। দ্বিতীয় বর্ষের পড়া অবস্থায়ই সে ছাত্রলীগের ক্যাডার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময় সে হলে ছাত্রদের সীটের ব্যাপার নিয়ে ডীল করতো। '৯৯ সালে সে ছাত্রলীগের হল শাখার যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত হয়। ইতিপূর্বে সে নকলের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২ বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়। পরে ছাত্রলীগের প্রভাব খাটিয়ে সে বহিষ্কারাদেশ এক বছর কমিয়ে আনে। এছাড়া তার আরো দু'বছরের ইয়ার লস আছে। বর্তমানে সে ১৯৯৭-৯৮ সেশনের ছাত্রছাত্রীদের সাথে বিবিএ চতুর্থ বর্ষে পড়ছে। তার গ্রামের বাড়ী বরগুনা জেলার আমতলী থানায়। সে হলের ২০১ নম্বর কক্ষের ছাত্র ছিল। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে ছাত্রলীগের অন্যান্য নেতাকর্মীদের মতো হল ত্যাগ করে। রোকনের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয় বরং খেয়ালের বশে সে এ কাজ করেছে। তবে কারো কারো ধারণা সুমন-পিন্টুর সিডি দেখে দ্রুত বড় লোক হওয়ার চিন্তা থেকে সে গোপন ভিডিও করে। কিন্তু পরবর্তীতে তার অগোচরে বন্ধুদের মাধ্যমে এটি বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েটিকে ট্র্যাপে ফেলে ব্লাক মেইলিং করার উদ্দেশ্যেও সে এ কাজ করতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

কোথায় আছে রোকন

১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর হল ছাড়ার পর রোকন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিয়াস উদ্দিন আবাসিক এলাকায় জনৈক কর্মচারীর বাসায় সাবলেট থাকে বলে তার বন্ধুরা জানায়। প্রায়ই সন্ধ্যায় তাকে ঐ এলাকায় আড্ডা দিতে দেখা যেত। তার বন্ধুদের অনেকে তাকে সিডির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে ব্যাপারটি সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে। ঘটনাটি জানাজানি হবার পর থেকে সে রিকশার হুড উঠিয়ে নিজেকে আড়াল করে রাস্তায় চলাচল করতো। গত কয়েকদিন যাবত সে গা ঢাকা দিয়েছে।

বিবিধ ঃ বৃটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে স্বৃণা বাক-বিতন্ডার মধ্যে ইরাককে নিয়ে এক বিতর্ক স্থগিত রাখা হয়েছে। শ্রমিক দলের দলের একজন মন্ত্রী নিজের দলের একজন সদস্যকে ইরাকী সরকারের গুপ্তচর হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেন। জর্জ গ্যালাওয়ে নামের ঐ এমপি ইরাকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিরেধাজ্ঞার ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবাদ করে এসেছেন। তিনি মন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে বিশ্বাসঘাতক বলে চিৎকার করে উঠেন এবং এই মন্ত্রীকে তিনি তার বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে বলেন।

সকল রোগ, ডাকা-১২০৩-এর পক্ষে পারদিকেশন এন্ড প্রোডাকশন লিঃ, ৩ মুগদা। ফোনাফোন ঃ ৭১২২৭৭২, ainyinqilab.com